[illegible]

[illegible]

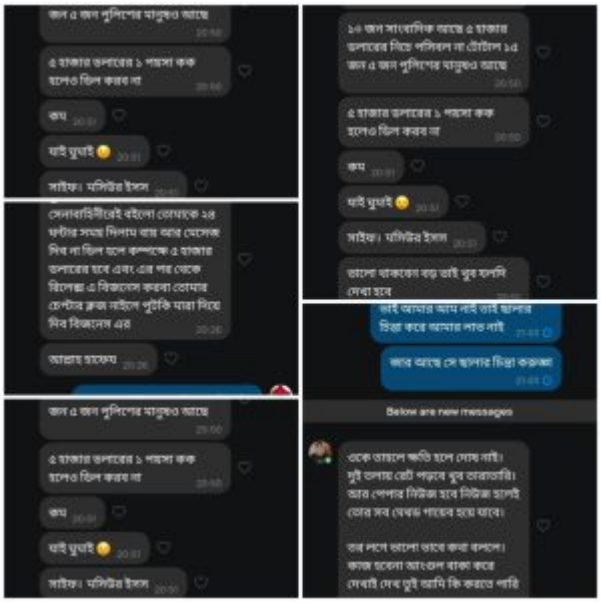
জন এ জন পুলিশের মানুষও আছে
এ হাজার তলবের ১ পারসা কক হলেও মিল করব না
কম
যাই ঘুমাই
সাইফ। মসিউর ইসলাম
সেনাবাহিনীরেই বইলো তোমাকে ২৪ ঘন্টার সময় দিলাম যায় আর মেসেজ দিব না মিল হলে কল্পনাকে এ হাজার তলবের হবে এবং এর পর থেকে রিসেল্ড এ রিজলেসে করবা তোমার ফেন্টার ব্লক লইলে পুলিকি মারা দিয়ে দিব রিজলেস এর
আল্লাহ হাফেজ
১৩ জন সাংবাদিক আছে এ হাজার তলবের নিয়ে পসিবল না টোটাল ১৫ জন এ জন পুলিশের মানুষও আছে
এ হাজার তলবের ১ পারসা কক হলেও মিল করব না
কম
যাই ঘুমাই
সাইফ। মসিউর ইসলাম
তালো থাকবো বড় ভাই খুব হালসি দেখা হবে
ভাই আমার আপ নাই ভাই ছালার ভিত্তা করে আমার লাভ নাই
আর থাকে সে ছালার ভিত্তা করুক
Below are new messages
ওকে তাহলে ক্ষতি হলে দোষ নাই। খুঁটি তলায় মোটি পড়বে খুব তারাতারি। আর পেপার মিডিজ হবে মিডিজ হালেই তোর সব দেখাড় পাছের হয়ে যাবে।
তার লগে তালো তাবে কথা বলবে। কাজ হবেনা আংগুল বাকা করে দেখাই দেখ তুই আমি কি করতে পারি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ডলার দাবি করেছেন ‘ ডলার দও অথবা জুয়া বন্ধ করবা, নইলে সেনাবাহিনী দিয়ে তুলে নেব’ এমন হুমকিও উঠে এসেছে কথোপকথনে। স্ক্রিনশট গুলি জেনুইন বলে নিশ্চিত করেছে মেহেরপুরের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট।

ছিল জনসমর্থন, এখন প্রশ্নের মুখে গ্রহণযোগ্যতা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকায় অনেকেই শহিদুলকে সমর্থন দিতেন। তার মাধ্যমে স্থানীয় চক্রের তথ্য ফাঁস হবে, এমন প্রত্যাশাও ছিল অনেকের। কিন্তু এখন প্রমাণসহ অভিযোগ আসার পর সাধারণ মানুষ বলছে, “যাকে আমরা দেখছিলাম রক্ষক, সে-ই এখন ভক্ষক!”

দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এবার মিলেছে প্রমাণ

শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ একদিনের নয়। স্থানীয় অনেকেই বলছেন, আগে এসব বলার সাহস ছিল না। কেউ প্রমাণও রাখতে পারেননি। তিনি মূলত ফেসবুকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে তাদের আওয়ামী লীগ ট্যাগ দেওয়া এবং মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লাইভে এসে আক্রমণ শুরু করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ব্যক্তির সঙ্গে গোপন কোন সমঝোতা হয় ততক্ষণ তিনি তার আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। এরপর হঠাৎ পূর্বের পোস্ট গুলো ডিলিট করে দেন। এভাবেই চলে আসছিল কয়েক মাস। এমনকি খুলনার রেঞ্জ ডিআইজি মোঃ রেজাউল হক তার বড় ভাইয়ের বন্ধু এমন দাবি করে পুলিশ কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন মহলে হুমকি প্রদানের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তবে এবার মেহেরপুর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটে জমা পড়েছে অসংখ্য স্ক্রিনশট, কললগ এবং ভয়েস রেকর্ডিং যা তাকে রক্ষা করার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মত সংশ্লিষ্টদের।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা বিভাগের ওসি গোপাল কুমার কর্মকার বলেন, ‘শহিদুল ইসলাম শাহিনের বিরুদ্ধে হুমকি প্রদান, ব্ল্যাকমেইল এবং চাঁদাবাজির একাধিক লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। ভুক্তভোগীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন কল রেকর্ড এবং হুমকিমূলক মেসেজের স্ক্রিনশট সাইবার ক্রাইম বিভাগে জমা দিয়েছেন, যা বর্তমানে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আমরা খুব শিগগিরই প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এছাড়া গৃহীত ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের বিস্তারিত অনুলিপি যথাযত কতৃপক্ষ/সংস্থার মাধ্যমে

সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হবে, যাতে বিষয়টির সঠিক প্রতিফলন ঘটে।”

তবে এ বিষয়ে লন্ডন প্রবাসী শহিদুল ইসলাম শাহিনের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে কে অভিযোগ দিয়েছে সেটা আগে খুঁজে বের করি। আর যে অভিযোগ দিয়েছে সে পারলে প্রমাণ করুক আমি চাঁদাবাজি করেছি।
‘

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলার আইওকে লাঞ্চিত করলো আসামি

মেহেরপুর আদালত ভবনের বারান্দায় তদন্তকারী কর্মকর্তাকে লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে চাঁদাবাজি ও পর্নোগ্রাফি মামলার আসামির বিরুদ্ধে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আদালতের একাধিক কর্মচারী ও আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আদালতের বারান্দার সিসি ক্যামেরায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখা যাবে বলেও জানিয়েছেন তারা।

মঙ্গলবার (১৩ মে) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি শহরে টক অব দ্যা টাউনে পরিণত হয়েছে।

জানা গেছে, মেহেরপুরের আলোচিত আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় আজ মঙ্গলবার মেহেরপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তদন্তকারী কর্মকর্তার সাক্ষ্য শুনানি ছিলো। যথারীতি তদন্তকারী কর্মকর্তা মেহেরপুর ডিবি পুলিশের সাবেক কর্মকর্তা এসআই আশরাফুল ইসলাম আদালতে আসামিদের উপস্থিতিতে সাক্ষী দেন। সাক্ষী দিয়ে তিনি আদালত থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় মামলার ২ নম্বর আসামি ছন্দা খাতুনসহ কয়েকজন তাকে বিভিন্নভাবে গালি-গালাজ করেনে। এক পযার্যে ছন্দা খাতুন তার পায়ের জুতা খুলে তদন্তকারী কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে

ছুড়ে মারেন। এসময় তদন্তকারী কর্মকর্তা তড়িঘরি করে আদালত চত্বর থেকে বের হয়ে নিরাপদে চলে যান।

একজন পুলিশ কর্মকর্তা আদালতে চলমান মামলায় জামিনে থাকা আসামিদের মাধ্যমে আদালতের বারান্দাতেই আক্রমণের শিকারে পরিনত হওয়াতে বিষ্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

হেনস্তার শিকার হওয়া তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই আশরাফুল ইসলাম বলেন, ‘ছন্দাসহ আসামিরা বিভিন্নভাবে বেশ কিছুদিন ধরে আমাকে হুমকি দিয়ে আসছিলেন। আজও আদালতে সাক্ষী দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় তারা আমাকে উদ্দ্যেশে করে বিভিন্ন গালাগালি করে। আমাদের তাদের কথা কানে না নিয়ে দ্রুত আদালত ত্যাগ করি।’

মেহেরপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক টোটন বলেন, ‘বিষয়টি আমি কোর্ট ইন্সপেক্টর এর কাছ থেকে শুনেছি। আদালত চত্বরে আসামিদের এমন উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ মেনে নেওয়া যায় না। এ বিষয়টি নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সুপারিশ করব।

কুষ্টিয়ায় এসিল্যান্ড পরিচয়ে চাঁদাবাজি, কথিত সাংবাদিক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসিল্যান্ড পরিচয়ে ওষুধ ফার্মেসীতে চাঁদাবাজির সময় রাকিব নামে কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে জনগণ। আটক হওয়া কথিত সাংবাদিক রাকিব পৌরসভার কাজীপাড়া এলাকার সাহেব আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী ফার্মেসী মালিক মিজানুর রহমান জানান, গতকাল মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী রাকিব ও পলাশ তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিচয় দিয়ে ফার্মেসীর কাগজপত্র দেখাতে বলে। এবং তারা ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যানেজ করতে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। এ সময় তাদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় ফার্মেসী মালিক স্থানীয়দের বিষয়টি জানান। এ সময় স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করলে

সাংবাদিক পরিচয়দানকারী পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রাকিবকে আটক করে জনসাধারণ। পরবর্তীতে কুমারখালী থানা পুলিশ রাকিবকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে রাকিব থানাহাজতে রয়েছেন।

এ বিষয়ে তিনি কুমারখালী থানায় রাকিব, পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছেন বলে জানান।

এবিষয়ে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সুকল্যাণ জানান, চাঁদাবাজির করতে গিয়ে জনগণের হাতে আটক খবর পেয়ে রাকিব নামে একজনকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তবে এখনও লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে থানায় চাঁদাবাজির অভিযোগ

আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার সাংবাদিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি ও ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ উঠেছে দুই সাংবাদিক মোঃ আব্দুর রউফ ও মোঃ মহসিন আলীর বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী ওবায়দুল্লাহ বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগের পাশাপাশি ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ হস্তান্তর করেছেন। মেহেরপুর সদর থানার ডিউটি অফিসার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের হার্ডওয়ার ব্যবসায়ী মোঃ ওবায়দুল্লাহ’র (৪৮) দায়ের করা অভিযোগ থেকে জানা গেছে, মোঃ আব্দুর রউফ (৫৮) এবং মোঃ মহসিন আলী (৬০) নিজেদের স্থানীয় দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ২৩ এপ্রিল

মঙ্গলবার ওবায়দুল্লাহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যান।

এ সময় তারা তাকে সুদী ব্যবসায়ী আখ্যায়িত করেন এবং বলেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে তার অপকর্মের সকল প্রমাণ রয়েছে। এ সময় তারা তাকে ভয় ভীতি দেখান এবং মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে বলেন তাদেরকে টাকা দিলে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে ম্যানেজ করে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হবে।

একই সাথে তারা হুমকি দেন টাকা না দিলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাকে নিয়ে খবর প্রকাশিত করা হবে। পরে তারা ব্যবসায়ী ওবায়দুল্লাহর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন এবং পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরো ১ লাখ টাকা দেওয়ার জনয় আল্টিমেটাম দেন।

এরপর বুধবার ২৪ এপ্রিল বিকেল ৫ টা ২৫ মিনিটে আব্দুর রউফ ০১৭১৬১৩৪৮৩০ নম্বর থেকে ওবায়দুল্লাহকে কল দিয়ে আবারো ১ লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে হুমকি ধামকি দিলে, তিনি থানায় এসে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ সময় তিনি তার প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি ক্যমেরায় ধারনকৃত পূর্বে চাঁদা প্রদানের ভিডিওটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন।

উল্লেখ্য, নব্য সাংবাদিক সাজা আব্দুর রউফ ইতিপূর্বে আইন বহির্ভূতভাবে নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেওয়া ও চিকিৎসা সেবা দেওয়ার অপরাধে একাধিকবার ভ্রাম্যমান আদালত দ্বারা দণ্ডিত হয়েছেন। বিগত তিন চার দিন যাবত তিনি আবার নিজেকে সাংবাদিক বলে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

মেহেরপুর জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিয়ে বলেন, ‘এ ধরনের ব্ল্যাকমেল ও চাঁদাবাজির ঘটনা প্রকৃত সাংবাদিকদের মান ক্ষুন্ন করে। এদের বিরুদ্ধে জেলার সকল সাংবাদিকদের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি ভুক্তভোগীকে অনুরোধ করব পুলিশের পাশাপাশি জেলা প্রশাসক বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দিতে।

জেলা প্রশাসক একটি কমিটি গঠন করে দিলে সেই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে আমরা অভিযুক্ত কথিত সাংবাদিকদের কালো তালিকাভুক্ত করব। যাতে তারা পরবর্তীতে নিজেদের সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা না নিতে পারে। ‘

আব্দুর রউফ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৪ সালে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের চেরাগী পাড়ার ফর্মান আলী নামের

এক ব্যাক্তির মাধ্যমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ডোমকল থেকে বাংলাদেশে আসেন আব্দুর রউফ। সেই সময় তার ঠোটের উপর কাটা দাগ ছিলো যা আঞ্চলিক ভাষায় গর্ণা কাটা বলে পরিচিত। তিনি সেই সময় এলাকায় ঠাণ্ডা জ্বর নিয়ে চিকিৎসা সেবা দিতে শুরু করলে এলাকায় পরিচিতি লাভ করেন ভারতীয় গর্ণা কাটা ডাক্তার হিসেবে।

২০০৭ সালের দিকে বামন্দী আলহেরা ফার্মেসিতে অস্থায়ী চেম্বার খুলে রোগী দেখা শুরু করেন। এক পর্যায়ে আব্দুর রউফ তার ঠোট অপারেশন করে গর্ণাকাটা সারিয়ে ফেলেন। সেই সময় গাংনী র্যাব ক্যাম্প বামন্দীর আলহেরা ফার্মেসিতে অভিযান পরিচালনা করে ভুয়া ডাক্তার হিসেবে আব্দুর রউফকে অর্থদণ্ড প্রদান করে এবং রুগী দেখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

এরপর আব্দুর রউফ মেহেরপুরে চলে আসে এবং শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি ফার্মেসিতে আবার চেম্বার খুলে বসেন। অতঃপর মেহেরপুরের এক নারীকে বিয়ে করে মেহেরপুরের স্থানীয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলক কুমার দাস বলেন, ‘মাত্র কিছুদিন পূর্বে নিয়ম বহির্ভূতভাবে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার অপরাধে আমরা আব্দুর রউফকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছি। চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাই। বাংলাদেশের চিকিৎসা করার জন্য বিএমডিসির ছাড়পত্র বা অনুমোদন তার নাই। কিন্তু সে নিজের নামের পূর্বে ডাক্তার লিখে পরিচয় দিয়ে বেড়ায়। হঠাৎ করে দুই তিন দিন যাবত শুনছি আব্দুর রউফ একজন সাংবাদিক। হয়তো নিজের অপকর্ম ধামাচাপা দিতেই এখন এই রূপ ধারণ করেছে।’

অভিযুক্ত সাংবাদিক মোঃ মহাসিন আলীকে ব্ল্যাকমেল ও চাঁদাবাজির অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘ওবায়দুল্লাহ একজন সুদ ব্যবসায়ী। আমার কাছে সব রেকর্ড আছে। নিউজ তৈরি হচ্ছে। সিসিটিভি ফুটেজে টাকা নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি এড়িয়ে যান। আবারো বলেন আমার কাছে সব রেকর্ড আছে আমি নিউজ লিখছি।’

তবে, আব্দুর রউফ প্রথমে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করলেও পরে স্বীকার করে নিউজ না করার অনুরোধ করেন।

আমাদের সূর্যোদয়ের প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল কাশেম অনুরাগী বলেন, ‘ মাত্র একদিন আগে আব্দুর রউফ কে আমি আমার প্রতিষ্ঠানের আইডি

কার্ড দিয়েছি। তবে মহসিন আলী দীর্ঘদিন ধরে আমার পত্রিকায় কাজ করছে। কখনো তার বিরুদ্ধে আমি এ ধরনের অভিযোগ শুনিনি। আপনি যদি কোন তথ্য প্রমাণ পান আমাকে জানাবেন। আমি নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কোন ব্যক্তির অপকর্মের দ্বায় আমার প্রতিষ্ঠান ও আমি নেবো না। ‘

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া চাঁদাবাজির অভিযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘অভিযোগের প্রেক্ষিতে অনুসন্ধান চলছে। পরবর্তীতে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সেটা আমি জেনে আপনাকে নিশ্চিত করব। ‘

বর্ষা , নুসরাত, বিপাশা কারাগারে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, আসামীর জামিন আদেশ বৃদ্ধির আবেদন করি। বিজ্ঞ আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

অপর আসামি নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গত ২১ জুন একই আদালত এই আসামিদের ৬ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, নুসরাত, বর্ষা রহমান, বিপাশা খাতুন, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুর প্রেসের সম্পাদক জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুর প্রেস নামক অনলাইন নিউজ পোর্টালের সম্পাদক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের তবিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি বাদি হয়ে এ মামলা করেন। যার মামলার নম্বর ১৯। মামলার অপর আসামীরা হলেন- সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে মহাসিন, ওমর আলীর ছেলে মফিজুর রহমান, হযরত আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন, খোকনের ছেলে লাল্টু, জিল্লুর রহমানের ছেলে আরিফুল এবং নসিমদ্দীনের ছেলে সাইদুর রহমান।
বাদির অভিযোগ, তিনি এক্সকাভেটর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটার ব্যবসা করেন। এ সূত্র ধরে মেহেপুর প্রেস সম্পাদক মিজানুর রহমান জনি কয়েকদিন যাবৎ তার কাছে চাাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় মিজানুর রহমান জনি তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে আসছে। যে কারণে তিনি চাঁদাবাজির অভিযাগ তুলে মিজানুর রহমান জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলার করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মামলাটি রেকর্ড করার পর এসআই আবদুল্লাহকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে মামলার ১ নম্বর আসামি মিজানুর রহমান জনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, মাটি কেটে বিক্রি করার করার লাইভ প্রচার করার কারণে আমাকে ১ নম্বর আসামি করে মামলা করা হয়েছে। বাকি ৬ আসামিরা বাদির বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ছিলেন।

কুমারখালীতে চাঁদাবাজি করার সময় ভূয়া দুই পুলিশ আটক!!

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে চাঁদাবাজি করার সময় মেহেদী হাসান ফিরোজ ও জুবায়ের নামের দুই ভূয়া পুলিশকে আটক করেছে আসল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সন্ধায় চাঁপড়া ইউনিয়ের ভাড়রা বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়। ফিরোজ কুষ্টিয়া সদর থানা পাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে এবং জুবায়ের একই এলাকায় মজিবর রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকালে লাহিনী টু সান্দিয়ারা সড়কস্থ চাঁপড়া ইউনিয়নে অটো চালক, ভ্যান চালক ও সাধারণ জনগনের নিকট পুলিশ ও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চড় থাপ্পড় দিয়ে টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করে পালানোর সময় ভাড়রা বাজারে জনগন রাস্তা বেরিকেট দিয়ে আসামীদের ধরে পুলিশে সোপার্দ করে। এসময় আসামীদের কাছ থেকে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক সুত্রপাত, জনমতামত ও দেশ তথ্য প্রত্রিকার আইডি কার্ড ও ভিজিটিং কার্ড পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী জামাল শেখ (৭০) জানান, পুলিশ পরিচয় দিয়ে সজোড়ে এক ধাপ্পড় মেরে কাছে থাকা ৪২৫০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনার সত্যতা স্বীকার বাঁধবাজার পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এস আই রাশেদ জানান, দীর্ঘ দিন ধরে আসামীরা সাংবাদিক ও পুলিশ পরিচয়ে চাঁদাবাজি করে আসছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধায় লাহিনী টু সান্দিয়ারা সকড়ে চাঁদাবাজি করে পালানোর সময় ভাড়রা বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়। তিনি আরো জানান, আসামীদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।